দৈনিক
ইত্তেফাক

15-OCT-2016

চাঁপাইনবাবগঞ্জ: ভোলাহাট উপজেলার মুশরিভুজা এলাকায় ইউসুফ আলী স্কুল এন্ড কলেজের একাডেমিক ভবনের ছাদ ধসে পড়ায় পাঠদান চলছে গাছের নীচে —ইত্তেফাক

ভোলাহাট ইউসুফ আলী স্কুল এন্ড কলেজে গাছের নীচে পাঠদান

■ চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি

চাঁপাইনবাবগঞ্জের ভোলাহাট উপজেলার দলদলী ইউনিয়নের মুশরীভুজা এলাকায় অবস্থিত ইউসুফ আলী স্কুল এন্ড কলেজের একটি ভবনের তিনটি শ্রেণিকক্ষের ছাদের প্লাস্টার ধসে পড়ায় প্রাণে বেঁচে রক্ষা পেয়েছেন ৬ শিক্ষার্থী। বর্তমানে গাছতলায় চলছে পাঠদান কার্যক্রম।

সরেজমিনে দেখা গেছে, কলেজের একাডেমিক ভবনের ছাদের নিচের অংশের প্লাস্টার খসে পড়েছে। এতে ওই ভবনটি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। ফলে শ্রেণিকক্ষের অভাবে গাছতলায় পাঠদান কার্যক্রম চালানো হচ্ছে।

ইউসুফ আলী স্কুল এন্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আজগর আলী জানান, ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের অর্থায়নে ১৯৯৪-৯৫ সালে ভবনটি নির্মাণ করা হয়। কিন্তু কাজ নিম্নমানের হওয়ায় গত ৭ সেপ্টেম্বর দশম শ্রেণির পাঠদান চলাকালে ছাদের প্লাস্টার খসে পড়ে। এসময় অল্পের জন্য অন্তত ৬/৭ জন শিক্ষার্থী দুর্ঘটনার কবল থেকে রক্ষা পায়। তিনি জানান, ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের অর্থায়নে এ ভবনে তিনটি কক্ষ রয়েছে। দুটিতে ৯ম ও ১০ম শ্রেণির প্রায় ১শ' ১০জন শিক্ষার্থীর পাঠদান চলছিল এবং একটি কক্ষ কম্পিউটার ল্যাব হিসেবে ব্যবহার করা হতো। কিন্তু ছাদের প্লাস্টার খসে পড়ার পর থেকে কক্ষগুলোতে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে ঝুঁকিপূর্ণ কক্ষগুলোতে পাঠদান না দিয়ে মাসব্যাপী ৯ম ও ১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের আমগাছের নিচে পাঠদান করা হচ্ছে।

শিক্ষার্থী ইয়াসির আরাফাত দিপু, মারুফাসহ অন্যরা বলেন, সামনে তাদের গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা। উপায় নেই তাই গাছতলায় ক্লাস করতে হচ্ছে। যদিও এখানে পড়ালেখায় মনোযোগ থাকে না এমনকি বৃষ্টি হলে দৌড়ে পালিয়ে বারান্দায় আশ্রয় নিতে হয়। ফলে পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে আমরা শঙ্কিত। তারা আরো জানায়, এ ভাবে যদি পড়া-লেখা চলতে থাকে তবে এসএসসি পরীক্ষায় ফলাফল ভীষণ খারাপ হবে।

এদিকে স্কুল এন্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আজগর আলী আরও জানান, তিনি ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২ আসনের সংসদ সদস্য গোলাম মোস্তফা বিশ্বাস, জেলা প্রশাসক, জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা প্রকৌশলী, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও দলদলী ইউপি চেয়ারম্যান বরাবর আবেদন করেছেন।